FINANCIAL REPORTING COUNCIL
FRC
BANGLADESH
ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
Financial Reporting Council
Government of the People's Republic of Bangladesh

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রজ্ঞাপন

নং: ১৭৯/এফআরসি/এফআরএম/প্রজ্ঞাপন/২০২০/২

তারিখ : ২৩ আষাঢ় ১৪২৭
০৭ জুলাই ২০২০

বিষয়: অংশগ্রহণমূলক ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ড ফান্ড) এ নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা বাজেয়াপ্ত তহবিল এর হিসাব সম্পর্কিত নির্দেশনা:

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ২(৮) ধারায় সংজ্ঞায়িত জনস্বার্থ সংস্থা ও ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং ১৭৯/এফআরসি/এফআরএম/ প্রজ্ঞাপন /২০২০-০১ তারিখ ১১ মার্চ ২০২০ অনুসারে বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল জনস্বার্থ সংস্থা (যেমন: ব্যাংক, বীমাকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সিকিউরিটি ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি খাতে পরিচালিত স্বেচ্ছা কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), অ-তালিকাভূক্ত কোম্পানী সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান যাহাদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অতিক্রম করিয়াছে বা মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ৩ (তিন) কোটি টাকা এবং বহিঃদায় ১ (এক) কোটি টাকা) অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারিগণ বা উভয়ই তাহাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানভেদে অন্যান্য চাকুরি সুবিধাদি যেমন-পরিচালন ব্যয় সহ গাড়ী, বাজার মূল্য তুলনায় কম সুদে ঋণ, অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বা ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা ক্রয়, ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ড ফান্ড), গ্র্যাচুইটি, ইত্যাদি সুবিধাবলী ভোগ করেন।

যেহেতু, জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের শ্রমিক বা কর্মচারিগণ বা উভয়ই তাহাদের নিয়োগ পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, জনস্বার্থ সংস্থার নিজস্ব বা স্বীকৃত নিয়োগ বিধিমালা এবং শ্রমিক বা কর্মচারিদের বেতন-ভাতা, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ড ফান্ড ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসারে চাকুরি সুবিধাবলী পাওয়ার অধিকারী হন।

যেহেতু, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) কর্তৃক সম্পাদিত পরিবীক্ষণে দেখা যায়, জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের শ্রমিক বা কর্মচারি বা উভয়ের জন্য গঠিত অংশগ্রহণমূলক প্রভিডেন্ড ফান্ড (সিপিএফ)-এ নিয়োগকর্তার অংশ প্রাপ্য হওয়ার পূর্বে কিছু সংখ্যক শ্রমিক বা কর্মচারি উক্ত প্রতিষ্ঠানের চাকুরি হইতে ইস্তফা দেন অথবা অবসর গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে উক্ত শ্রমিক বা কর্মচারিগণ প্রভিডেন্ড ফান্ড হইতে নিয়োগ কর্তার অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। উক্ত অদাবীকৃত অর্থ প্রভিডেন্ড ফান্ডের 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' হিসাবে জমা করা হয়। এইরুপ শ্রমিক বা কর্মচারি বা উভয়ের চাকুরি সময়কালে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত প্রভিডেন্ড ফান্ডের 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে ফেরত আনা অথবা পরবর্তীতে নিয়োগ কর্তার প্রদেয় অংশ হইতে সমন্বয় করা আইনানুগ বটে। ইহার ব্যত্যয়ের কারণে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা কম দেখাইয়া এবং কর্পোরেট আয়কর সংরক্ষণ কম প্রদর্শন করিয়া প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ ও অন্যান্য বিধি-বিধান প্রতিপালন করিয়া প্রস্তুতকরা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

আরও লক্ষ্যনীয় যে, উল্লেখিত ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ড ফান্ডে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় অংশ 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' হিসেবে 'শ্রমিক বা কর্মচারি প্রভিডেন্ড ফান্ড (যে নামেই অভিহিত হউক না কেন)' এর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসেবে প্রদর্শন করিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহা বিনিয়োগ করিয়া বিদ্যমান শ্রমিক বা কর্মচারিগণ বেশী মুনাফা গ্রহণ করিতেছেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে উক্ত 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কর্মচারি ও প্রভিডেন্ড ফান্ড এর সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া নিতেছেন, যা তহবিল তসরুফ এর পর্যায়ভূক্ত বলিয়া ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল মনে করে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক পরবর্তী সময়কালে (subsequent period) প্রভিডেন্ড ফান্ডে প্রদেয় অংশের সহিত 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' সমন্বয় না করিয়া বা প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি হিসাবে ফেরত না আনিয়া প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) কম দেখানো এবং আয়কর ফাঁকি দেওয়া হইতেছে।

উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী ও ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ড ফান্ড) এর আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও রিপোর্টিং করিবার ক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করিল:

১. অংশগ্রহণমূলক প্রভিডেন্ড ফান্ড (সিপিএফ) এর ট্রাস্ট্রি বোর্ড (অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন) কে প্রতি হিসাব বৎসর শেষে প্রভিডেন্ড ফান্ডে 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' থাকিলে সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ সংস্থাকে তাহা ফেরত দিতে হইবে। জনস্বার্থ সংস্থা ও কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ড ফান্ড) এর হিসাবকাল একই দিনে সমাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ সংস্থা উক্ত হিসাবকালেই ভবিষ্য তহবিলে (প্রভিডেন্ড ফান্ড) প্রদেয় অর্থ সমন্বয় করিবে। জনস্বার্থ সংস্থা ও কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ড ফান্ড) এর হিসাবকাল একই দিনে সমাপ্ত না হইলে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ড ফান্ড) এর হিসাব বৎসর শেষ হইবার ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করিয়া পরবর্তী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ সংস্থাকে 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' ফেরত দিতে হইবে।

চলমান পাতা/ ২

FINANCIAL REPORTING COUNCIL
FRC
BANGLADESH

২. সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ সংস্থা এবং প্রভিডেন্ড ফান্ড এর ট্রাস্ট্রি বোর্ড কে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর প্রথম তফসিল: পার্ট "বি" এর শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করিতে হইবে।

৩. সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ সংস্থাকে প্রভিডেন্ড ফান্ড হইতে ফেরত প্রাপ্ত 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' লাভ-ক্ষতির বিবরণীতে 'অন্যান্য আয়' হিসাবে হিসাবভূক্ত করিয়া করযোগ্য আয় গণনা করিয়া কর্পোরেট আয়কর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪. ২০১৫ সাল হইতে জনস্বার্থ সংস্থায় কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারিদের মধ্যে আনুপাতিক হারে প্রভিডেন্ড ফান্ডের 'বাজেয়াপ্ত তহবিল' বন্টন করা হইয়া থাকিলে চাকুরির নিয়োগ পত্রের শর্ত অনুযায়ী তাহারা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় হারের চাইতে বেশী পরিমাণে প্রভিডেন্ড ফান্ড সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন যাহা তাহাদের প্রভিডেন্ড ফান্ড এ্যাকাউন্ট হইতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে আদায় করিতে হইবে এবং ৩ নং নির্দেশনা অনুযায়ী হিসাবভূক্ত করিতে হইবে।

৫. যে ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী কর্মচারি কোম্পানি হইতে ইস্তফা দিয়াছেন বা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রভিডেন্ড ফান্ড বাবদ উক্ত কর্মচারিকে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ তাহার নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন। সুবিধাভোগী কর্মচারির নিকট হইতে যেই পরিমাণ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন না সেই পরিমাণ অর্থ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের 'পরিচালন ক্ষতি (Operational loss)' হিসাবে পুনরায় শ্রেণীকৃত করিয়া হিসাবভূক্ত করিতে হইবে।

৬. প্রভিডেন্ড ফান্ড বাবদ (বাজেয়াপ্ত ফান্ড সহ) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় হারের চেয়ে বেশী পরিমাণ প্রভিডেন্ড ফান্ড পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট্রি বোর্ড (অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা করিতে হইবে ও সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট্রি বোর্ডকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হইবে।

৭. প্রভিডেন্ড ফান্ড বাবদ (বাজেয়াপ্ত ফান্ড সহ) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় হারের চেয়ে বেশী পরিমাণ প্রভিডেন্ড ফান্ড পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিরীক্ষকের বিরূপ মতামত না থাকিলে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা ফার্মকে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ৪৮ ও ৫০ এবং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান এর অধীনে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হইবে।

৮. জনস্বার্থ সংস্থার শ্রমিক বা কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল (Employee Provident Fund) এর আর্থিক বিবরণী সমূহ হিসাব বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর কার্যালয় সহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কার্যালয়ে জমা করিতে হইবে।

৯. যদি কোন ব্যক্তি এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গ অথবা নির্দেশনা প্রতিপালন না করেন বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ৪৮ এর অধীনে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বছরের কারাদন্ড অথবা অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ উপরে বর্ণিত সকল প্রকার জনস্বার্থ সংস্থার জন্য অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ) 07.9.20
চেয়ারম্যান
ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল